দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

5

পরীক্ষাকেন্দ্রে সংঘর্ষ

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবেই শুরু হয়েছিল। ধারণা করা গিয়েছিল, হয়ত এবার এই পরীক্ষা নিয়ে হুজ্জত-হাঙ্গামার মাত্রা কমে আসতে পারে। বোর্ড কর্তৃপক্ষও কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তাতে বড় একটা ফায়দা হয়নি। পরীক্ষায় নকল প্রবণতা এমন এক মারাত্মক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে যে কোন ব্যবস্থায়ই এই প্রবণতা রোধ করা যাচ্ছে না। গত ৯ই মার্চ ইংরেজী পরীক্ষার দিন নকল দেয়া নিয়ে দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে তুলকালাম কান্ড ঘটে গেছে। চট্টগ্রাম, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ প্রভৃতি পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল দেয়াকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়েছে। বহিস্কৃত হয়েছে ৭৯ জন পরীক্ষার্থী।

পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধ করার নানা ধরনের চিন্তা-ভাবনা থাকলেও এই ক্ষয় রোগের বিস্তারই ঘটছে ক্রমশ। প্রতি বছর বাড়ছে নকল প্রবণতা। নকলের সুবিধার জন্য গত কয়েক বছর ধরে স্কুল বদলের হিড়িক পড়ে যায়। শহরের কেন্দ্র ছেড়ে মফস্বলের কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবার জন্য ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নেবার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই প্রবণতা রোধে কতিপয় ব্যবস্থা নিয়েছেন, কিন্তু তাও খুব কার্যকর হয়েছে বলে মনে হয় না।

আমরা মনে করি, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধ করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়াই প্রয়োজন। এই নকলের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নেয়া দরকার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। তবে এই প্রবণতার স্থায়ী সমাধানের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কেও জরুরী চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন। পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার জন্য পরীক্ষা সংক্রান্ত কমিটি যে সুপারিশ করেছেন তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া দরকার। পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন না এলে নকল প্রবণতার এই সংকট মোচন করা দুরূহই থেকে যাবে বলে আমাদের ধারণা।